APR. 05 2002

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জমির অভাবে ৪ বছরেও রাজধানীতে ১০টি মডেল স্কুল স্থাপনের কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি

শরিফুজ্জামান পিন্টু

সোনার চেয়ে বেশি দামী জমির অভাবে চার বছরেও রাজধানীতে ১০টি মডেল স্কুল স্থাপনের কাজ শুরু করা যায়নি। এ পর্যন্ত মাত্র একটি মডেল স্কুলের ভবন নির্মাণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। বাকি নয়টি স্কুলের জন্য জমি পাওয়া যাচ্ছে না। চারটি স্কুলের ভবন নির্মাণের জন্য সম্প্রতি টেন্ডার হয়ে গেলেও সাইট সিলেকশন চূড়ান্ত হয়নি। প্রায় ১২২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৯৯ সালে গ্রহণ করা এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে ২০০৪ সালে। জানা যায়, রাজধানীতে গত ৪০ বছরে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় মাত্র একটি স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। কোটি মানুষের এই রাজধানীতে রয়েছে মাত্র ২৪টি সরকারী স্কুল। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রাজধানীতে ভর্তি সঙ্কট নিরসনে আটটি নির্বাচনী আসনে মোট দশটি সরকারী উচ্চ মাধ্যমিক মডেল স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এসব স্কুল নির্মাণে ব্যয় ধরা হয় ১২১ কোটি ৩৮ লাখ ৭৮ হাজার টাকা। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় প্রকল্পটি পাস হয় '৯৯ সালে। তখন থেকে খোঁজা হচ্ছে স্কুলের জন্য জমি। প্রতিটি স্কুলের ভবন নির্মাণের জন্য প্রায় সাড়ে নয় কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও জমি কেনার জন্য বরাদ্দ রয়েছে ৭৫ লাখ টাকা। একটি স্কুলের জন্য কমপক্ষে তিন একর জমির প্রয়োজন। আর ৭৫ লাখ টাকায় তিন একর জমি পাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারছে না সংশ্লিষ্টরা। তাছাড়া এক সঙ্গে এত জমি পাওয়াটাও কঠিন ব্যাপার। গত মঙ্গলবার রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের জমিতে স্থাপন করা হয়েছে প্রথম মডেল স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর। বিষয়টি নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের মন কষাকষি সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা যায়। শিক্ষা সচিব শহীদুল আলম রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান বিধায় আপত্তি সত্ত্বেও

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

জমির অভাবে

(১২-এর পাতার পর)

কেউ বিষয়টি নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি বলে জানা যায়। শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন, শিক্ষা সচিব শহীদুল আলম, ফ্যাসিলিটিজের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ জাহিদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে। সূত্র মতে, রাজধানীর ইস্কাটনস্থ বিয়ামের পাশে একটি সরকারী খালি জায়গায় একটি স্কুল স্থাপনের চিন্তাভাবনা চলছে। আরেকটি হতে পারে [illegible] একাডেমীর পাশে। এছাড়া বাকি সাতটি স্কুলের জন্য জমি পাওয়ার বিষয়টি এখনও অনিশ্চিত রয়ে গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ জাহিদুর রহমান বলেন, মূলত জায়গার অভাবে স্কুলগুলোর নির্মাণ কাজ শুরু করতে দেরি হচ্ছে। তিনি বলেন, উক্ত ভর্তি সঙ্কট নিরসনে এসব স্কুল নির্মাণ খুবই জরুরী। কারণ গত ৪০ বছরে জনসংখ্যা কয়েকগুণ বাড়লেও নতুন স্কুল স্থাপন হয়নি।